[২০২০] ১ এস. সি. আর. ১১৫৮

চন্দ্র মোহন বর্মা

বনাম

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৩৫০-৩৫১)

২১শে জানুয়ারি, ২০২০

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মেডিকেল কলেজ শিক্ষক, পরিষেবা বিধিমালা ১৯৯০-বিধি ২৬-৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ফলে অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধির সুবিধা - আপিলকারী কর্তৃক চাওয়া অধিকার, যিনি ১৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জি.ও. কর্তৃক প্রদত্ত 'অধিবেশন সুবিধা'র পরিপ্রেক্ষিতে চাকরিতে অব্যাহত ছিলেন - সিধান্তঃ অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তিটি বিধি ২৬ এর অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ আদেশ - ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অতিমাত্রায় নয় মৌলিক বিধি ৫৬ - জি.ও. অনুসারে 'অবসর গ্রহণের পর' শিক্ষকদের 'অধিবেশন সমাপ্তি সুবিধা' প্রদান - স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয় বরং শর্তসাপেক্ষে বিধান মঞ্জুর - অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধি সম্ভাব্য ছিল এবং সরকারি মেডিকেল কলেজের সেইসব মেডিকেল শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা প্রচলিত বিধি অনুসারে অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেননি - রাজ্য কর্তৃক স্পষ্ট করা হয়েছিল যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি আপিলকারীর মতো শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যারা ইতিমধ্যেই ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পূর্বে অবসরকালীন বয়সসীমা - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আপিলকারী ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জি.ও. অনুসারে অবসর গ্রহণের পর অধিবেশনের শেষ (৩০ জুন ২০১৫) পর্যন্ত অব্যাহত ছিলেন - অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ নির্বাহী নীতির বিষয় - আপিলকারী ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আগে অবসরকালীন বয়সসীমা অর্জন করেছিলেন এবং অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না - রাম বীর শর্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিশিষ্ট - ১৯২১ সালের মধ্যবর্তী শিক্ষা আইনের প্রবিধান ২১ একটি বিবেচনাধীন বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে অবসর গ্রহণের পর বর্ধিত চাকরি - বিপরীতে ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি শর্তসাপেক্ষে অধিবেশন সমাপ্তির সুবিধা প্রদান করে

-অতএব, আপিল খারিজ-পরিষেবা আইন-অবসর গ্রহণ।

দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩৫০-৩৫১।

২০১৫ সালের রিট-এ নং ৩৫৭১৪-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ০২.০২.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ এবং ২০১৮ সালের সি.এম. রিভিউ আবেদন নং ৫-এ ১৪.০৩.২০১৯ তারিখের আদেশ থেকে।

আবেদনকারীর পক্ষে পি. এস. পাটওয়ালিয়া, সুনীল গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবীরা, এম. শোয়েব আলম, সিদ্ধার্থ বক্সি, মোজাহিদ করিম খান, আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা অঙ্কিত গোয়েল, গৌরব সিং।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১. এলাহাবাদের হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তার রায়ে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলকারীর দ্বারা প্রবর্তিত একটি রিট আবেদন খারিজ করে দেয়। তার আবেদনের মাধ্যমে, আবেদনকারী কানপুরের জি. এস. ভি. এম মেডিকেল কলেজের এল. পি. এস ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি-র কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক হিসাবে ৬৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত চাকরিতে থাকার জন্য একটি আদেশ চেয়েছিলেন। তিনি ২০১৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশ সরকারের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে এই ছাড় দাবি করেছিলেন। উপরের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে আবেদনকারী ২০১৪ সালের ১৩ই আগস্ট ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, ২০১২ সালের ১৯শে নভেম্বরের সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁকে ২০১৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর 'সেশন সুবিধা' দেওয়া হয়েছিল। এই সম্প্রসারণের ভিত্তিতে, আবেদনকারীর মামলাটি হল যে তিনি অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানোর অধিকারী, যা ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনা হয়েছে। এই দাবিটি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ও আদেশ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যা আপিলে প্রশ্ন করা হয়েছে।

২. ১ এপ্রিল ১৯৯২ তারিখে, ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ এর ধারা ২৪১(২)(খ) এর অধীনে উত্তরপ্রদেশের মৌলিক নিয়মগুলি[২] অবহিত করা হয়েছিল। বিধি ৫৬ অনুসারেঃ

---

[১]''যাওয়া''

[২]''মৌলিক নিয়ম''

"এই নিয়মে অন্যথায় যা বিধান করা হয়েছে তা ব্যতীত, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী যে মাসে ষাট বছর বয়সে উপনীত হন, সেই মাসের শেষ দিনের বিকেলে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবেনঃ

প্রদান করা হয়েছে ...''

৩. ১৯৯০ সালের ২১শে ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশ রাজ্য চিকিৎসা বিভাগের শিক্ষক, পরিষেবা বিধিমালা ১৯৯০[৩] রাজ্যপাল কর্তৃক সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের বিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। নিয়ম ৯-এ মেডিকেল কলেজগুলিতে সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। অধ্যাপকদের জন্য এটি ছিল ৪৫ বছর। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিয়মাবলীতে একটি বিধান করা হয়েছে। প্রথম অংশে ক্যাডার গঠন, তৃতীয় অংশে নিয়োগ, চতুর্থ অংশে নিয়োগের পরিমাণ, পঞ্চম অংশে নিয়োগের পদ্ধতি এবং সপ্তম অংশে বেতন সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিধান। নিয়মাবলীতে অবসরের বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। তবে, ২৬ নং নিয়মে নিম্নলিখিত শর্ত রয়েছেঃ

''২৬. অন্যান্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ-এই নিয়মাবলীতে বা বিশেষ আদেশে নির্দিষ্টভাবে বিধান করা হয়নি এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজ্যের বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত সরকারী কর্মচারীদের জন্য সাধারণত প্রযোজ্য নিয়ম, প্রবিধান এবং আদেশ দ্বারা পরিচালিত হবেন।''

২৬ নং বিধি অনুসারে, মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যাপকদের অবসরের বয়স মৌলিক বিধির ৫৬ নং বিধি দ্বারা পরিচালিত হত যা এটিকে ৬০ বছর হিসাবে নির্ধারণ করেছিল।

৪. ২০০৫ সালের ১৬ই মার্চ, ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল আইন ১৯৫৬ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসরণ করে ভারতের মেডিকেল কাউন্সিলের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী ১৯৯৮[৪]-এ শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার সংশোধন করা হয়েছিল, যাতে শর্তাবলীতে একটি কার্যকর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যায়ঃ

"স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানের জন্য যে কোনও মেডিকেল কলেজ বা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল, কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নিয়ম অনুযায়ী পূরণ করা প্রয়োজন এমন শিক্ষক বা ডিন বা অধ্যক্ষ বা পরিচালক পদের বিপরীতে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ বা বর্ধিতকরণ বা চাকরিতে পুনরায় নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৬৫ বছর।"

---

[৩]"১৯৯০ সালের নিয়ম"

[৪]"১৯৯৮ সালের এমসিআই প্রবিধান"

চিকিৎসা শিক্ষকদের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধানটি করা হয়েছিল। ২০১০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর এটি সংশোধন করা হয়েছিল যাতে ৬৫ বছরের জন্য ৭০ বছরের বিকল্প হয়।

৫. ২০১২ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রজ্ঞাপিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশ রাজ্য বিধান করে যে, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলির সহকারী অধ্যাপক, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষরা, যাঁদের একটি একাডেমিক সেশনের মাঝামাঝি সময়ে অবসর গ্রহণের বয়সে পৌঁছনোর পর অবসর নেওয়ার কথা ছিল, তাঁদের আগামী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হবে। এটিকে 'অধিবেশন শেষে সুবিধা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে মেডিকেল শিক্ষকদের ক্রমাগত ঘাটতি মেটাতে, কর্মরত অনুষদের সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হবে এবং উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের[৫] মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাতিল করা হবে।

৭. যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১৯৫৪ সালের ১৩ই আগস্ট, তিনি ১৯৮৬ সালের ১৭ই এপ্রিল কানপুরের জি. এস. ভি. এম মেডিকেল কলেজে অ্যাড-হক প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। সময়ের সাথে সাথে তিনি চাকরিতে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। ২০১৪ সালের আগস্টে, তিনি হৃদরোগের অধ্যাপক এবং বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করছিলেন। নিয়ম ৫৬ অনুসারে, ২০১৪ সালের ১৩ই আগস্ট ৬০ বছর বয়সে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল।

৮. ২০১৪ সালের ৬ই আগস্ট, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মহানির্দেশক আবেদনকারীর দ্বারা ৩১শে মে ২০১৪ তারিখে দায়ের করা একটি আবেদনের ভিত্তিতে একটি আদেশ জারি করেন, যাতে ১৯শে নভেম্বর ২০১২ তারিখের জি.ও-তে নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালের ৩০শে জুন একাডেমিক অধিবেশন শেষে তাঁর পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করে, আবেদনকারী এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করেন যাতে তিনি ৬৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চান।

৯. ২০১৫ সালের ৩০শে জুন রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব একটি অফিস স্মারকলিপি[৬] জারি করেন যাতে বলা হয় যে অধিবেশন শেষ হওয়ার পর আবেদনকারী ২০১৫ সালের ৩০শে জুন পদত্যাগ করবেন। ওএম টি নিচে বের করা হলঃ

---

[৫]"ইউপিপিএসসি"

[৬]ওম

''অফিস স্মারক

নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নামের সাথে উল্লেখিত তারিখে আপনার অবসরকালীন বয়স অর্থাৎ ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর, নিম্নোক্ত মেডিকেল শিক্ষকের অধিবেশন শেষ সুবিধার মেয়াদ ৩০.৬.২০১৫ তারিখে শেষ হবেঃ-

ক্রমিক নং	**চিকিৎসা শিক্ষক**	**জন্ম তারিখ**	**অবসরের তারিখ**	**বর্তমান পদায়ন**	**সেশন সমাপ্তির সুবিধার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ**
১.	ডক্টর সি.এম. ভার্মা	১৩.০৬.১৯৫৪	৩১.০৮.২০১৪	অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি বিভাগ, ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি, কানপুর	৩০.০৬.২০১৫

২. উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, উপরোক্ত নামধারী চিকিৎসা শিক্ষকের পরিষেবার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ৩০.০৬.২০১৫-এ।''

১০. ২০১৫ সালের ১ জুলাই, আবেদনকারী চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিবের কাছে পুনরায় নিয়োগের জন্য একটি চিঠিতে বলেন যে, তিনি ডিজিএমই-এর টেলিফোনে দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরিতে থাকার দাবি করার অধিকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই এটি করছেন, যার জন্য তিনি হাইকোর্টের কাছে একটি রিট আবেদন দায়ের করেছিলেন।

১১. ২০১৫ সালের ২ জুলাই, আবেদনকারীকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বা ৬৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কার্ডিওলজির অধ্যাপক পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে বিচারাধীন আবেদনে তার অধিকার এবং যুক্তিগুলির প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই পুনরায় নিয়োগের জন্য চাকরিতে যোগদানের একটি চিঠি জমা দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেন। এরপর তিনি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের ওএমকে বিরোধিতা করার জন্য রিট পিটিশন সংশোধন করেন। রাজ্য সরকার তার পাল্টা হলফনামায় আবেদনের বিরোধিতা করে বলে যে আপিলকারী ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন কারণ তিনি ইতিমধ্যেই ১৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অবসরের বয়স অর্জন করেছেন এবং ৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অবসর গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের মতে, আপিলকারীর ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বহাল থাকার বিষয়টি ছিল অধিবেশনের শেষ সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে কারণ তাঁর অবসরের তারিখ অধিবেশনের মাঝামাঝি ছিল।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের রায়ে রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেয় এই ভিত্তিতে যে, ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অবসরকালীন বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি "প্রয়োগ করার পরিবর্তে উপেক্ষা করতে হবে"। হাইকোর্টের সঙ্গে যুক্ত যুক্তিটি ইঙ্গিত দেয় যেঃ

> (i) আবেদনকারী উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মেডিকেল কলেজ শিক্ষক পরিষেবা বিধি ১৯৯০ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই নিয়মগুলি মেডিকেল কলেজগুলির শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়সের জন্য বিধান করে না। এই পরিস্থিতিতে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি, যথা উত্তরপ্রদেশ মৌলিক বিধিগুলি প্রযোজ্য হবে।
>
> (ii) মৌলিক বিধির ৫৬(ক) বিধিতে অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নিয়মটি রাজ্য দ্বারা সংশোধন করা হয়নি। অতএব, ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার বিজ্ঞপ্তি মৌলিক বিধির ৫৬(ক) বিধির পরিপন্থী ছিল; এবং
>
> (iii) জিও ('সহজ আদেশ') মৌলিক নিয়মের ('উচ্চতর আইন') অধীনস্ত ছিল এবং তাই এর বিপরীত হলে এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

আবেদনকারী এই ভিত্তিতে রায়টির পুনর্বিবেচনার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন যে (i) এটি বিবেচনা ছাড়াই ছিল এবং ড. জুহি সিংহল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মামলায় হাইকোর্টের একটি সমন্বিত বেঞ্চের পূর্ববর্তী রায়ের পরিপন্থী ছিল; এবং (ii) এটি ভুলভাবে মৌলিক বিধি প্রয়োগ করেছিল যখন ১৯৯০ সালের বিধির ২৬ নম্বর বিধির অধীনে, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি একটি 'বিশেষ আদেশ' হিসাবে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে।

পর্যালোচনাটি ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের একটি রায়ে খারিজ করা হয়েছিল।

১২. হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করে, শ্রী পিএস পাটওয়ালিয়া, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বলেন যেঃ

> (i) যদিও আপিলকারী ১৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে মৌলিক বিধির ৫৬ নম্বর বিধিতে নির্ধারিত অবসরের বয়স অর্জন করেছিলেন এবং ৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতেন, তবুও তাকে ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও-র সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে তার চাকরির মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল;

(ii) চাকরির বর্ধিত মেয়াদে, রাজ্য সরকার ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যে তারিখে রাজ্য সরকার অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছরে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই তারিখে চাকরিতে থাকা আবেদনকারীকে অবশ্যই অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করতে হবে;

(iii) হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ভুল করেছিল যে, ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার বিজ্ঞপ্তি মৌলিক বিধির ৫৬ নম্বর বিধির বিধানের পরিপন্থী। ১৯৯০ সালের বিধির ২৬ নম্বর বিধির পরিপ্রেক্ষিতে, যে বিষয়গুলি নিয়মে বা বিশেষ আদেশে নির্দিষ্টভাবে প্রদান করা হয়নি, সেগুলি সাধারণত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম, প্রবিধান এবং আদেশ দ্বারা পরিচালিত হবে। ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির প্রজ্ঞাপনে অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হল ২৬ নম্বর বিধির অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ আদেশ। এমসিআই প্রবিধান ১৯৯৮-এ একটি সক্ষম বিধান রয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার অধিকারী ছিল;

(iv) আবেদনকারী ২০১৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রদত্ত অধিবেশন সুবিধা শেষ হওয়ার কারণে তাঁর বর্ধিত চাকরির মুলতুবি থাকার সময় ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে জারি করা প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। সেশনের সুবিধা শেষ হওয়ার ফলে অবসর গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায় এবং কেবল অধিবেশন শেষে অর্থাৎ ৩০শে জুন ২০১৫ তারিখে হয়েছে বলে মনে করা হবে। অতএব, আবেদনকারী অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছরে বৃদ্ধি সহ সেই তারিখের আগে উদ্‌ভূত সমস্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন;

(v) ২০১২ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখের জিও-তে শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকদের মতো চিকিৎসা শিক্ষকদের জন্য অধিবেশনের সুবিধা সমানভাবে বাড়ানো হয়েছে। রাম বীর শর্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য[৮] ("রাম বীর শর্মা") মামলায়,

---

[৮] ২০০৯ সালের ২৬০৬ নম্বর দেওয়ানি আপিল, ৪ জুন ২০১৪ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

এই আদালত উত্তরপ্রদেশ মধ্যবর্তী শিক্ষা আইন ১৯২১[৯]-এর অধীনে প্রবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের ২১ নং প্রবিধানের ব্যাখ্যা করার সময় রায় দিয়েছে যে, কর্মচারীকে ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার তারিখে অবসরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা উচিত নয়, বরং ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার তারিখের ৩০ জুনের মধ্যেই অবসরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে; এবং

(vi) এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রাম বীর শর্মার রায় ছাড়াও, হাইকোর্ট ডঃ জুহি সিংহল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান সচিবের মাধ্যমে[১০] ("জুহি সিংহল"); উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মাধ্যমে প্রিন্সিপাল সচিব, মাধ্যমিক শিক্ষা লখনউ বনাম শ্রীমতি হেমা পাঠক[১১] ("হেমা পাঠক"); এবং ডঃ অধ্যাপক রাজেন্দ্র চৌধুরী বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের[১২] ("রাজেন্দ্র চৌধুরী") মামলায় একই ধরণের মামলা মোকাবেলা করার সুযোগ পেয়েছে। রাজেন্দ্র চৌধুরী মামলার সিদ্ধান্ত, যদিও অবসর গ্রহণের জন্য উচ্চ বয়সসীমা বাতিলের প্রেক্ষাপটে, এই আদালত ২৮ আগস্ট ২০১৯[১৩] তারিখের তার সিদ্ধান্তে নিশ্চিত করেছে।

১৩. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী গৌরব সিং বলেন যেঃ

(i) আবেদনকারী অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেছেন, যা ২০১৪ সালের ১৩ই আগস্ট প্রাসঙ্গিক সময়ে ৬০ বছর ছিল এবং ২০১৪ সালের ৩১শে আগস্ট তাঁর পদত্যাগের কথা ছিল।

(ii) অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত (৩০ জুন ২০১৫) তারিখ ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও-এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত তাঁর ধারাবাহিকতা অবসর গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন করেনি;

(iii) ২০১৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত আপিলকারীর অবস্থান কেবল অধিবেশন চলাকালীন অবসর গ্রহণের ফলে সৃষ্ট স্থানচ্যুতি এড়ানোর জন্য ছিল;

---

[৯] "১৯২১ সালের মধ্যবর্তী শিক্ষা আইন"

[১০] ২০১৬ সালের ৪২৯২ নম্বর সার্ভিস বেঞ্চ, ১১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

[১১] ২০১৩ সালের বিশেষ আপিল ত্রুটিপূর্ণ নং ৪৭৭, ২৪ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

[১২] ২০১৬ সালের রিট-এ নং ১৭০৭৮, ৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

[১৩] ডঃ অধ্যাপক রাজেন্দ্র চৌধুরী বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, ২০১৯ সালের সিভিল আপিল নং ৬৬৬৭-৬৬৬৮

(iv) ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যিনি ২০১৪ সালের ১৩ই আগস্ট অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেছেন।

(v) মধ্যবর্তী শিক্ষা আইন ১৯২১-এর তৃতীয় অধ্যায়ের অধীনে প্রবিধান এবং ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও-তে অন্তর্ভুক্ত প্রবিধান ২১-এর বিধানগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রবিধান ২১-এর অধীনে, চাকরির সম্প্রসারণের জন্য একটি বিবেচনামূলক বিধান রয়েছে যার ফলস্বরূপ পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের শেষে অবসর গ্রহণ করা হবে। প্রবিধান ২১-এ একটি অনির্বাচন বিধান রয়েছে। অন্যদিকে ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও-এর পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারী মেডিকেল কলেজগুলিতে অধিবেশন সমাপ্তির সুবিধা সম্প্রসারণ পরিষেবাতে সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের শর্তযুক্ত। ফলস্বরূপ, ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও দ্বারা অবসর গ্রহণের বয়সের কোনও বর্ধিতকরণ নেই; এবং

(vi) অবসর গ্রহণের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয় না। রামবীর শর্মার ক্ষেত্রে এই আদালতের পাশাপাশি হেমা পাঠকের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত আলাদা। জুহি সিংহলের সিদ্ধান্তটি নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়স বিলুপ্তির বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং এর কোনও আবেদন নেই। ডঃ রাজেন্দ্র চৌধুরীর[১৪] ক্ষেত্রেও একই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা ২৮ আগস্ট ২০১৯-এ এই আদালতে সিদ্ধান্তের জন্য এসেছিল।

১৪. প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার সময়, মৌলিক বিধিমালার ৫৬ নম্বর বিধি সম্পর্কে ভিত্তি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ৫৬(ক) বিধিতে বলা হয়েছে যে (এতে অন্যথায় যা বিধান করা হয়েছে তা ব্যতীত) প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী ৬০ বছর বয়স অর্জনের শেষ দিনের শেষ দিনে বিকেলে চাকরি থেকে অবসর নেবেন। হাইকোর্ট, ৫৬(ক) বিধির উপর নির্ভর করে বলেছে যে, অবসরের বয়স ৬৫ বছর বাড়ানোর একটি 'সহজ' জিও মৌলিক বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত অবসরের বয়স পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না। অতএব, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে ৫৬(ক) বিধিতে নির্ধারিত ৬০ বছরের অবসরের বয়স ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না।

"সুতরাং, ধরে নিলেও যে পূর্বোক্ত সরকারি আদেশটি আবেদনকারীর চাকরির সময় এসেছিল, তা বিধির ৫৬(ক) বিধির অধীনে নির্ধারিত অবসরকালীন বয়স বৃদ্ধির প্রভাব ফেলবে না, যা এখনও সংশোধিত নয়।"

---

[১৪] ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৬৬৬৭-৬৬৬৮

উপরের উদ্ধৃতাংশটি ইঙ্গিত করে যে হাইকোর্ট লক্ষ্য করেছে যেঃ

(i) অবসরের বয়স বাড়ানোর আদেশ আবেদনকারীর চাকরির সময় আসেনি; এবং

(ii) এমনকি যদি তা হয়ও, তবুও এর ফলে ৫৬(ক) বিধিতে বর্ণিত অবসরকালীন বয়স বৃদ্ধির প্রভাব পড়ত না, যা এখনও সংশোধিত নেই।

১৫. ১৯৯০ সালের বিধিমালার ২৬ নং বিধিতে "বা বিশেষ আদেশে" নির্দিষ্টভাবে বিধান করা হয়নি এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত সরকারী কর্মচারীদের জন্য সাধারণত প্রযোজ্য নিয়ম, প্রবিধান এবং আদেশগুলি প্রযোজ্য করে তোলে। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে কর্মরত অনুষদের সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার জন্য ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির প্রজ্ঞাপনটি নিয়ম ২৬-এর অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ আদেশ, যে অবস্থান এবং ১৯৯০-এর বিধিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যা ৩০৯ অনুচ্ছেদের বিধানের অধীনে তৈরি করা হয়েছে, ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এর প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত অবসর গ্রহণের বর্ধিত বয়সকে ক্ষমতাচ্যুত হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, এমসিআই দ্বারা প্রণীত প্রবিধানগুলিতে একটি সক্ষম বিধান রয়েছে যার অনুসরণে রাজ্য সরকার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানোর জন্য উন্মুক্ত ছিল। হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি যে ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি ক্ষমতার বাইরে, তাই মৌলিক নিয়ম ৫৬ ভুল।

১৬. তবে প্রশ্ন হল, ২০১৫-র ৬ই ফেব্রুয়ারির প্রজ্ঞাপনের ফলে অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার সুবিধা আবেদনকারীর ছিল কি না। শ্রী পিএস পাটওয়ালিয়ার যুক্তি দুটি অনুমানের ভিত্তিতে এগিয়ে যায়ঃ

(i) ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও, যার মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা দেওয়া হয়, মেডিকেল কলেজগুলির অনুষদকে শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকদের মতো একই ভিত্তিতে স্থাপন করে; এবং

(ii) ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি পেলেও, অনুষদের একজন সদস্য ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অবসরের বয়স বৃদ্ধির অধিকারী হবেন।

১৭. জমা দেওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য, ২০১২ সালের ১৯শে নভেম্বর সরকার যে শর্তাবলীর ভিত্তিতে মেডিকেল শিক্ষকদের একটি অধিবেশন সমাপ্তির সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রধান সচিবের ডিরেক্টর জেনারেল, মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছেঃ

> "রাজ্য অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজগুলিতে কর্মরত মেডিকেল শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে অধিবেশন শেষ সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে"।
>
> (জোর দেওয়া হয়েছে)

এরপর যোগাযোগে বলা হয়েছেঃ

> "উপরে উল্লেখিত বিষয়ে আমাকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, শিক্ষা ধারা-১ এর সরকারি আদেশ নং ৭০২২/১৫ (১)/৮৩/৮৩-৩১ (১৬)/৭৭ তারিখ ২১.০৩.১৯৮৪ অনুযায়ী, সরকারি স্কুল ও কলেজে কর্মরত শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের সেশনের শেষ (অর্থাৎ ৩০ জুন) পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, কারিগরি শিক্ষা ধারা-২ এর সরকারি আদেশ নং ৯৩৪/টিই-২-৭ (ই) ইডি-৭৮ তারিখ ২৭.০৬.১৯৮৮ অনুযায়ী, সরকারি কারিগরি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক পদে কর্মরত প্রশিক্ষক, প্রভাষক, বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যক্ষদের শিক্ষাবর্ষের শেষ (অর্থাৎ ৩০ জুন) পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যারা সেশনের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করবেন।
>
> ২. শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা বিভাগের মতো সরকারি অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, জুনিয়র অধ্যাপক, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষদের জন্য শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৩০ জুন পর্যন্ত) চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করা হয়, যা নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষেঃ-
>
> (১) তিনি মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সুপারিশ অনুসারে নিয়মিত যেকোনো বিষয় পড়াচ্ছেন।
>
> (২) তিনি কমপক্ষে ০৩ বছর ধরে একটানা এই পদে কর্মরত আছেন এবং তার কাজ ও আচরণ সন্তোষজনক।

(৩) তার বিরুদ্ধে কোনও বিভাগীয় কার্যধারা বা সতর্কতা তদন্ত বিচারাধীন নেই।

৩. আমাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, যারা শিক্ষকতার কাজ করছেন না, তাদের চাকরির শেষ বছরে কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করা যাবে না, যার ফলে তাদের ৩০ জুন পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে চাকরিতে ধরে রাখার সুবিধা দেওয়া হতে পারে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

উপরের যোগাযোগটি দেখায় যে, রাজ্য মেডিকেল কলেজগুলিতে কর্মরত মেডিকেল শিক্ষকদের জন্য "অবসর গ্রহণের পরে অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে" একটি অধিবেশন সমাপ্তির সুবিধা প্রদান করা হয়। এর প্রভাব হল যে কোনও ব্যক্তি যিনি অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে অবসর নিয়েছেন, তিনি একাডেমিক অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারেন। শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে, ধারণা করা হয়েছিল যে কোনও শিক্ষক যিনি অধিবেশনের মাঝামাঝি সময়ে (পরের বছরের ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন) অবসর নিয়েছেন তিনি একাডেমিক অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত (৩০ জুন) চালিয়ে যাবেন। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলির অনুষদগুলিতে এই সুবিধা সম্প্রসারণের সময়, ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের যোগাযোগে এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে পরিষেবার সম্প্রসারণ স্বয়ংক্রিয় ছিল না তবে নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ছিল। এগুলি ছিলঃ

(i) শিক্ষককে নিয়মিতভাবে একটি বিষয় পড়াতে হবে।

(ii) শিক্ষককে তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই পদে কাজ করতে হবে;

(iii) শিক্ষকের কাজ ও আচরণ সন্তোষজনক হওয়া উচিত ছিল; এবং

(iv) শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও বিভাগীয় বা নজরদারি তদন্ত মুলতুবি থাকা উচিত নয়।

অধিবেশনের শেষে সুবিধা অধিকারের বিষয় হিসাবে প্রবাহিত হবে না, তবে কেবল উপরের শর্তগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রেই হবে।

১৮. যে তারিখে কর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স হয়, তা মৌলিক নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত। ১৯শে নভেম্বর, ২০১২-এ রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, তাতে অবসর গ্রহণ বা অবসর গ্রহণের তারিখের কোনও পরিবর্তন হয় না। তবে, এই সিদ্ধান্তের ফলে কর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স পূর্ণ হওয়ার পরও তাকে চাকরিতে বহাল রাখার অনুমতি দেওয়া হবে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার আগে শিক্ষা নির্দেশনায় কোনও ব্যাঘাত রোধ করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শক্তিশালী করা হয় বাস্তবতা হল, উপরে উল্লিখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, অধিবেশনের শেষ অবধি কর্মচারীর অব্যাহত থাকা।

১৯. ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছেঃ
(i) অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা; এবং

(ii) ইউ. পি. পি. এস. সি-র মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষক নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাতিল। সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা বর্তমান নিয়মাবলীর অধীনে অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেননি, তাঁদের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার সম্ভাবনা ছিল। রাজ্য সরকার পাল্টা হলফনামায় স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, তারা ধারাবাহিকভাবে এই অবস্থান গ্রহণ করেছে যে, ২০১৫-র ৬ই ফেব্রুয়ারি মেডিকেল শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার বিজ্ঞপ্তি সম্ভাব্য এবং আবেদনকারীর মতো শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যাঁরা ইতিমধ্যেই ২০১৫-র ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রজ্ঞাপনের আগে অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রম করে ফেলেছিলেন। যে ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে ৬০ বছর বয়স অতিক্রম করেছেন এবং অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেছেন কিন্তু অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত বয়সে ছিলেন, তিনি অবসরের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না। অধিকন্তু, রাজ্য সরকার তাদের পাল্টা হলফনামায় বিশেষভাবে বলেছে যেঃ

"...৬.২.২০১৫ তারিখে জি.ও. জারির আগে ৬০ বছর বয়স পূর্ণ করে এমন কোনও মেডিকেল শিক্ষক নেই, যাকে অবসরের বয়স ৬৫ বছর বৃদ্ধির সুবিধা দেওয়া হয়েছে,''

অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ নির্বাহী নীতির বিষয়। আপিলকারীর ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির আগে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না।

২০. আপিলকারী বৈষম্যের মামলা করেছেন, নির্ভর করে ডাঃ এ কে মেহরোত্রা, ডাঃ মঙ্গল সিং এবং ডাঃ প্রদীপ ভারতীর উদাহরণের উপর ভিত্তি করে। তবে, বিশেষ অনুমতির আবেদনে আপিলকারীর দ্বারা প্রকাশিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে তিনজন ডাক্তারের প্রত্যেকের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে।

চন্দ্র মোহন বর্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা [ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি] ১১৭১

এসএলপি-তে আবেদনকারীর দ্বারা যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

''

১. ডঃ এ কে মেহরোত্রা (অধ্যাপক, এস পি এম, মেডিকেল কলেজ, ঝাঁসি) - ডিওবি ১.৪.৫৫/৬০ বছর পূর্ণ ৩১.৩.১৫

২. ডঃ মঙ্গল সিং (ইএনটি, মেডিকেল কলেজ, এলাহাবাদের অধ্যাপক) ডিওবি ৫.৬.১৯৫৫/৬০ বছর পূর্ণ করেছে ৩০.৬.১৫

৩. ডঃ প্রদীপ ভারতী (সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক, মীরাট মেডিকেল কলেজ) - ডিওবি ২৬.৩.৫৫/৬০ বছর পূর্ণ করেছেন ৩১.৩.১৫-এ।''

২১. আবেদনকারী রামবীর শর্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের[১৫] মামলায় ২০১৪ সালের ৪ঠা জুন এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। "সেই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে ২০০৬ সালের ১লা জুলাই থেকে অ্যাড-হক অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা বর্তমান অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণের ফলে সৃষ্ট একটি শূন্যপদে। তিনি ২০০৭ সালের ৬ই আগস্ট অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তাঁকে ২০০৮ সালের ৩০শে জুন শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ২০০৭ সালের ৬ই আগস্টের পরে তাঁকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তাঁকে তাঁর 'বেতন' দেওয়া হয়নি। এই আদালতের সামনে বিষয়টি ছিল যে ২০০৭ সালের ৬ই আগস্ট অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে, আবেদনকারী অধ্যক্ষের পদের দায়িত্ব পালনের জন্য বঞ্চিত ছিলেন কিনা বা তিনি একাডেমিক অধিবেশনের শেষ অবধি চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা। এই আদালত, সেই ক্ষেত্রে, মধ্যবর্তী শিক্ষা আইন ১৯২১-এর অধীনে অধ্যায় ।।।-এ অন্তর্ভুক্ত প্রবিধান ২১-এর বিধানগুলি ব্যাখ্যা করেছে যা নিম্নরূপ বিধান করেঃ

"২১ অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ৬২ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবেন।... যদি কোনও অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকের অবসর গ্রহণের তারিখ ২রা জুলাই থেকে ৩০শে জুনের মধ্যে পড়ে, তবে সেই ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকের অবসর গ্রহণের তারিখ শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি হয়, তবে এমন ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাজ চালিয়ে যেতে চান না এবং অবসর গ্রহণের তারিখের দুই মাস আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন, তিনি শিক্ষাবর্ষের শেষে অবসর গ্রহণ করবেন এবং বলেছিলেন যে মেয়াদ বৃদ্ধি স্ব-অনুমোদিত বলে মনে করা হবে। কেবলমাত্র সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে চাকরিতে আরও মেয়াদ বাড়ানো হবে যা রাজ্য সরকার সুপারিশ করেছে..."

---

[১৫]২০০৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৬০৬

এই আদালত রায় দিয়েছে যে প্রবিধান ২১-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যে ব্যক্তি ২ জুলাই একাডেমিক অধিবেশনের শুরুতে চাকরিতে ছিলেন, তিনি পরের বছরের একাডেমিক অধিবেশন (৩০ জুন) শেষ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার অধিকারী ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে, রামবীর শর্মার মামলা নিয়ে এই আদালত স্থির করেছেঃ

> "সুতরাং, প্রবিধান ২১-এর অধীনে তাঁর অবসর গ্রহণের বয়স ৩০.০৬.২০০৮ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হবে। অতএব, এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীকে অবশ্যই ৬.৮.২০০৭-এ অবসর গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে না, তবে তিনি কেবল ৩০.০৬.২০০৮-এ, প্রবিধান ২১-এর অধীনে (উপরে উদ্‌ধৃত) অবসর গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হবে। যদি তিনি ৩০.০৬.২০০৮-এ অবসর গ্রহণ করেন, স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর অধ্যক্ষের মেয়াদ তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখের সাথে সহ-সমাপ্ত হবে।"

এই আদালতের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি বিশেষভাবে প্রবিধান ২১-এর প্রেক্ষাপটে করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও অধ্যক্ষ বা শিক্ষকের অবসর গ্রহণের তারিখ ২ জুলাই থেকে পরের বছরের ৩০ শে জুন-এর মধ্যে পড়ে, তবে বর্তমান অধ্যক্ষ শিক্ষাবর্ষের শেষে অবসর নেবেন এবং মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হবে। একটি বাদ দেওয়ার বিধানের প্রকৃতির ব্যতিক্রম, যেখানে কোনও কর্মচারী কাজ চালিয়ে যেতে চান না এবং অবসর গ্রহণের তারিখের দুই মাস আগে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জিও দ্বারা সরকারি মেডিকেল কলেজের মেডিকেল শিক্ষকদের যে শর্ত সাপেক্ষে অধিবেশন শেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে প্রবিধান ২১-এ থাকা বিধানগুলি বস্তুগতভাবে ভিন্ন। দুটি বিধানের মধ্যে তুলনা ইঙ্গিত দেয় যে প্রবিধান ২১ একটি বাদ দেওয়ার বিধানের জন্য বিধান করেছেঃ বিকল্পটি প্রয়োগের অনুপস্থিতিতে, শিক্ষক "শিক্ষাবর্ষের শেষে অবসর নেবেন" এবং "মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে মনে করা হবে... মঞ্জুর করা হবে"। বিপরীতে, ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে অধিবেশন শেষ হওয়ার সুবিধা মঞ্জুর কর্মচারীর কাজ এবং আচরণ সন্তোষজনক হওয়া সহ নির্ধারিত শর্তগুলির পরিপূরণ সাপেক্ষে। অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানোর কোনও বিধান নেই বলে মনে করা হয়। তাই রাম বীর শর্মার সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট।

২২. হেমা পাঠকের মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বিবেচনা করা হয় যে ২০১৩ সালের ১৮ই মে ম্যানেজমেন্ট কমিটি দ্বারা শিক্ষককে যথাযথভাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল কিনা। ডিআইওএস রায় দিয়েছে যে, পদোন্নতির জন্য প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগেই শিক্ষক অবসরের বয়স পূর্ণ করে ফেলেছিলেন এবং অধিবেশনের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল এবং তাই তিনি পদোন্নতির যোগ্য নন।

চন্দ্র মোহন বর্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা [ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি] ১১৭৩

এই বিষয়টি বিবেচনা করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে, চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি সমস্ত উদ্দেশ্যে পরিষেবার একটি অংশ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি অধিবেশন শেষে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হয়। অতএব, যদি এই ধরনের অবসর গ্রহণের আগে পদোন্নতি সহ কোনও সুবিধা প্রাপ্য হয়, তবে বিপরীত বিধানের অভাবে এটি অস্বীকার করা যাবে না। হেমা পাঠকের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি স্বতন্ত্র এবং ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখের জি. ও নির্মাণের উপর এর কোনও প্রভাব নেই। একইভাবে, ডঃ রাজেন্দ্র চৌধুরীর (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তটি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অধীনে সরাসরি নিয়োগের জন্য উচ্চ বয়সসীমা মুছে ফেলার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছে। এই দিকটি বিবেচনা করে, বিচারপতি নাগেশ্বর রাও ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখের রায়ে এই আদালতের পক্ষে বক্তব্য রেখে মন্তব্য করেছেনঃ

> "১২... উচ্চ আদালত ডঃ জুহি সিংহলের (উপরে উল্লিখিত) অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য উচ্চ বয়সসীমা বৃদ্ধির বিরোধিতা খারিজ করে দিয়ে বলেছে যে এমসিআই দ্বারা প্রণীত বিধিমালা পরিষেবা বিধিমালা অতিক্রম করবে। উক্ত রায়ে, হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে সরকারী আদেশ (০৬.০২.২০১৫) কেবল নিয়মগুলিকে পরিপূরক করে এবং সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করে না। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই ছাড় দেওয়া হয়েছিল।উচ্চ বয়সসীমার ছাড় কেবলমাত্র সেই বিভাগগুলিতে প্রযোজ্য ছিল যেখানে ২৫ শতাংশ বা তার বেশি পদ খালি ছিল এবং অন্যান্য বিভাগের ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার সেগুলি পূরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নবযুগ অভিযান সমিতি (উপরে উল্লিখিত)-তে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারী মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যক্ষ পদে উচ্চ বয়সসীমা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করার সময় একই যুক্তি এবং যুক্তি অনুসরণ করেছিল। আমরা হাইকোর্টের নথিভুক্ত উল্লিখিত ফলাফলের সাথে একমত হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। কোনও সন্দেহ নেই যে মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যাপকদের পরিষেবার শর্ত সম্পর্কিত এমসিআই দ্বারা প্রণীত প্রবিধানগুলি উত্তর প্রদেশ রাজ্য দ্বারা প্রণীত পরিষেবা বিধিগুলির উপর প্রাধান্য পাবে। ০৬.০২.২০১৫ তারিখের সরকারী আদেশটি আপিলকারীদের দ্বারা বিরোধিতা করা হয়নি যার কারণে তারা এ সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করতে পারে না।"

২৩. ডক্টর রাজেন্দ্র চৌধুরীর মামলার বিষয়টি বর্তমান মামলার মূল বিষয় থেকে ভিন্ন ছিল। বর্তমান মামলায় বিষয়টি হলো, আপিলকারী যিনি

প্রচলিত বিধির অধীনে ইতিমধ্যেই অবসরের বয়সে পৌঁছেছিলেন এবং সেশনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলেন, তিনি কি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির অধীনে অবসরের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন কি না। ফলে ডক্টর রাজেন্দ্র চৌধুরী মামলার সিদ্ধান্তটি এ ক্ষেত্রে পৃথকযোগ্য।

২৪. আমরা যে কারণগুলি নির্দেশ করেছি, সেগুলির জন্য আমরা মনে করি যে, যে আবেদনকারী ৬০ বছর বয়স অতিক্রম করেছেন-অবসর গ্রহণের বয়স যা প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রচলিত ছিল-তিনি ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না। আবেদনকারী অবসর গ্রহণের পর অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত (৩০শে জুন ২০১৫) বহাল ছিলেন, ১৯শে নভেম্বর ২০১২ তারিখের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি ৬৫ বছর বয়সের বর্ধিত অবসর গ্রহণের অধিকারী ছিলেন না। আবেদনকারীর প্রাপ্য চূড়ান্ত সুবিধাগুলি সেই অনুযায়ী গণনা করা হবে এবং এই আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমরা যে কারণগুলি নির্দেশ করেছি, সেগুলির জন্য আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আপিলগুলির কোনও যোগ্যতা নেই। আপিলগুলি খারিজ হয়ে যাবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।